ইসলামী জ্ঞান: নিত্যদিনের প্রয়োজনে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আলিমগনের উক্তি এবং নসিহা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

মুসলিমদের ওপর শত্রুদের আধিপত্যের প্রকৃত কারণ

শাইখ আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন:
আজকের মুসলিমরা—দুঃখজনক হলেও সত্য—যা যা বিপদে পড়েছে, আল্লাহর বাণী অনুযায়ী তাই হয়েছে:

﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

“তাদের হাতের উপার্জনের কারণে (বিপদ এসেছে), আর অনেক কিছু আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।”

আজকের মুসলিমরা তাদের দীন থেকে কেবল কিছু বাহ্যিক ও আকারগত বিষয় জানে, অথচ তারা ইসলামের বাস্তব সত্য থেকে পুরোপুরি দূরে সরে গেছে।
[সিলসিলা আল-হুদা ওয়ান নূর, টেপ : ৫২৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:
এই বিদআতসমূহ এবং এ জাতীয় ইসলাম-বিরোধী মন্দ কাজগুলোর কারণে আল্লাহ শত্রুদেরকে মুসলিমদের উপর আধিপত্য দান করেছেন।
আল্লাহ বলেছেন:

{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ (٤٠) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (٤١)}

“আর অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। তারা হলো সেইসব লোক, যাদেরকে যদি আমরা জমিনে ক্ষমতা দিই, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর কাছেই।”

[সূরা আল-হাজ্জ : ৪০-৪১]
[মাজমূআ আল-ফাতাওয়া, ১২/৫১১]

আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন:

{فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَن

تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا (٦٠)}

“তাদের পর এমন উত্তরসূরী এলো যারা নামাজ নষ্ট করল এবং খাহেশ-খেয়াল অনুসরণ করল। অতএব তারা অচিরেই গোমরাহির শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে—তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সামান্যতমও বঞ্চিত হবে না।”

[সূরা মারইয়াম : ৫৯-৬০]

শাইখ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ বলেন:
সালাত ইসলামের স্তম্ভ, শাহাদাতের পর সবচেয়ে বড় ফরজ। যে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফির হয়ে যায়—আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“আমাদের সাথে তাদের মধ্যে পার্থক্যের অঙ্গীকার হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফির হয়ে যায়।”
আরও বলেছেন:
“মানুষ আর কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেওয়া।” সালাত ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি:
দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট, আখিরাতে শাস্তি, শত্রুর মুখোমুখি হলে পরাজয়। কারণ আল্লাহর সাহায্য আসে তাঁর দীনের আনুগত্যের মাধ্যমে। সালাত ছেড়ে দেওয়া মানে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। সালাত কায়েম করা, তা রক্ষা করা ও জামাতে আদায় করা হলো বিজয়, সাহায্য ও সুখের কারণ। যে জামাত থেকে পিছিয়ে গিয়ে ঘরে সালাত পড়ে, সে গোনাহগার এবং মুনাফিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই মুসলিমদের অবশ্যই জামাতে সালাত আদায় করতে হবে।

[ফাতাওয়া আল-দুরুস, প্রশ্ন : ৩৯৮৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:
আল্লাহ বলেন:

{وَلَوۡ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلۡأَدۡبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا}

“যদি কাফিররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে তারা অবশ্যই পশ্চাদপসরণ করত। আর তারা কোনো সহায় ও সাহায্যকারী পেত না। এটি আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত নিয়ম, যা আগে থেকেই চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।”

[সূরা আল-ফাতহ : ২২-২৩]

যেখানেই কাফিররা প্রাধান্য পায়, তা মুসলিমদের গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে, যা তাদের ঈমানকে দুর্বল করেছে। যখন তারা তাওবা করে এবং ঈমান পূর্ণ করে নেয়, তখন আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।

আল্লাহ বলেন:

{وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}

“তোমরা দুর্বল হয়ো না, দুঃখ করো না। আর যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।”

[সূরা আলে ইমরান : ১৩৯]

আরও বলেছেন:

{قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ}

“বল: এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই এসেছে।”

[সূরা আলে ইমরান : ১৬৫]
[আল-জাওয়াব আস-সহীহ, ৬/৪৫০]

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন:
যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে প্রথমে জিহাদ করবে না—যাতে সে আল্লাহর হুকুম মানে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকে—সে বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে না।
কীভাবে সম্ভব, যে তার ভেতরের শত্রু—তার নফস—তাকে জয় করে নিয়েছে, সে বাহ্যিক শত্রুর মোকাবিলা করবে! তাই আগে নফসকে জিহাদ করতে হবে, এরপরই বাইরের শত্রুর মোকাবিলা সম্ভব।
[যাদুল মা‘আদ, ৩/৮-৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:
মুসলিমদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে এবং শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে তা তাদের গুনাহ ও অন্যায়ের কারণেই হয়ে থাকে। হয় তারা আল্লাহর ফরজ ইবাদতে অবহেলা করেছে, প্রকাশ্যে বা গোপনে। অথবা তারা সীমালঙ্ঘন করেছে, প্রকাশ্যে বা গোপনে।

আল্লাহ বলেন:

{إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟}

“যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল, যেসব লোক তোমাদের মধ্য থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল, শয়তান তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পা ফসকাতে বাধ্য করেছিল।”

[সূরা আলে ইমরান : ১৫৫]

আরও বলেন:

{قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ}

“বল: এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই এসেছে।”

[সূরা আলে ইমরান : ১৬৫]

আল্লাহ আরও বলেন:

{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ (٤٠) ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (٤١)}

“আর অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। তারা হলো সেইসব লোক, যাদেরকে যদি আমি জমিনে ক্ষমতা দিই, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর কাছেই।”

[সূরা আল-হাজ্জ : ৪০-৪১]
[মাজমূআ আল-ফাতাওয়া, ১১/৬৪৫]

ফুটনোট

https://www.facebook.com/abubakar.m.zakaria/posts/pfbid0E3ofEJzaoafHRmwamKv9hvMbfWDn42uw63HDpwgJmeEjKJNs6isXF4xXw9wbfzJdl

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15155

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন